যুগান্তর

তারিখ ২৮ MAY 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

একাদশে ভর্তি

দুশ্চিন্তায় পৌনে ২ লাখ শিক্ষার্থী

মুসতাক আহমদ

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছু পৌনে দুই লাখ শিক্ষার্থী দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছে। এসব শিক্ষার্থী তাদের এসএসসির ফল চ্যালেঞ্জ করে আবেদন করেছে। ৮ জুন তাদের পুনঃনিরীক্ষিত ফল প্রকাশের কথা রয়েছে। কিন্তু অনলাইন ও এসএমএসে ভর্তির আবেদন কার্যক্রম শেষ হবে ৯ জুন। ফল হাতে পাওয়ার এক দিনের মধ্যে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া নিয়ে উৎকণ্ঠায় রয়েছে তারা। এ অবস্থায় আবেদনের সময় একদিন বৃদ্ধি অথবা একদিন আগে ফল প্রকাশের দাবি জানিয়েছে এসব শিক্ষার্থী।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. আশফাকুস সালেহীন শুক্রবার বিকালে যুগান্তরকে বলেন, 'পুনঃনিরীক্ষার ফল প্রকাশের পরও একদিন হাতে থাকবে। আমরা আশা করছি, এই সময়ের মধ্যে আবেদনে সমস্যা হবে না। এখন পর্যন্ত আবেদনের সময় বাড়ানোর চিন্তাভাবনা নেই। তারপরও অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

১১ মে এবারের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। ১০ বোর্ডের তিন পরীক্ষায় মোট ১৬ লাখ ৫১ হাজার ৫২৩ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। এরমধ্যে ১ লাখ ৭২ হাজার ৬৫৮ জন শিক্ষার্থী ফল চ্যালেঞ্জ করেছে। তারা মোট ৩ লাখ ৫৫ হাজার ১২৬টি উত্তরপত্র নিরীক্ষা চায়। এরমধ্যে ঢাকা বোর্ডে ১ লাখ ১৫ হাজার ৯৩৭টি, বরিশাল বোর্ডে ২২ হাজার ৮২০টি, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৪৬ হাজার ৯৪টি, কুমিল্লা বোর্ডে ৩৪ হাজার ৪২১টি, দিনাজপুর বোর্ডে ২৯ হাজার ৬২৭টি, যশোর বোর্ডে ২৮ হাজার ২৮৫টি, রাজশাহী বোর্ডে ৩০ হাজার ৪০৩টি, সিলেট বোর্ডে ১৫ হাজার ৪৯৪টি, মাদ্রাসা বোর্ডে ২৩ হাজার ৪৩১টি এবং কারিগরি বোর্ডে

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

দুশ্চিন্তায় পৌনে ২ লাখ শিক্ষার্থী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৮ হাজার ৬১৪টি উত্তরপত্র চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ফল চ্যালেঞ্জ করা আবেদনের ক্ষেত্রে সাধারণত প্রতি বছর অধিকাংশ আবেদনকারীর ফল পরিবর্তন হয়। এ বছর অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে একবার তালিকায় কলেজ দেয়ার পর তা আর বাদ দেয়া যাবে না। এসএমএসে আবেদনের পরও তা আর বাতিলের সুযোগ নেই। এ কারণে গত দু'দিন ধরে ছাত্রছাত্রীরা যুগান্তরে টেলিফোন করে বিষয়টি নিয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের অনুরোধ করেন। এমন একজন হলেন ফরিদউদ্দিন আহমেদ। ভোলা থেকে তিনি জানান, তার ভাইয়ের মেয়ে এবার বরিশাল বোর্ডে ফল পুনঃনিরীক্ষার আবেদন করেছে। এখন তার কী করণীয়?

এ প্রসঙ্গে ড. আশফাকুস সালেহীন বলেন, এ ধরনের প্রার্থীদের প্রতি আমাদের নির্দেশনা হচ্ছে, তারা এখন অনলাইনে আবেদন করে রাখবে। বিদ্যমান রেজাল্ট অনুযায়ী কলেজ পছন্দে দেবে। এ ক্ষেত্রে ১০টি কলেজের মধ্যে ৪/৫টি দিয়ে রাখবে।

ফল পরিবর্তন হলে উন্নীত রেজাল্ট অনুযায়ী আরও ভালো কলেজে আবেদন করবে। এসএমএসে আবেদনের ক্ষেত্রেও একই নীতি অনুসরণের অনুরোধ করব।

৩২ ঘণ্টায় ৫ লাখ আবেদন : এদিকে অনলাইন ও এসএমএসে ভর্তির আবেদনে ব্যাপক সাড়া মিলেছে। শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত ৩২ ঘণ্টায় মোট ৫ লাখ কলেজের জন্য আবেদন জমা পড়েছে। এসব আবেদন করেছে মোট ১ লাখ ৩৮ হাজার ছাত্রছাত্রী।

ড. আশফাকুস সালেহীন এই তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, অনেকেই এসএমএসে টাকা পাঠানোর ব্যাপারে সমস্যার কথা বলছে। তবে এখন আর এই সমস্যা নেই। তিনি ছাত্রছাত্রীদের আতংকিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলেন, ৯ জুন পর্যন্ত অনেক সময়। জেনে-শুনে ও বুঝে আবেদন করতে হবে।